দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 APR 2014
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৫

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুল শিক্ষকদের জন্য নীতিমালা জারি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

অবশেষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুলভুক্ত শিক্ষকদের জন্য নীতিমালা জারি করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। নীতিমালায় নিয়োগের প্রক্রিয়া, দায়িত্ব পালন, সম্মানী, ছুটির বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ১০ শতাংশ শিক্ষক মাতৃত্বকালীন ছুটি, প্রশিক্ষণজনিত ছুটি, বিদেশ গমন ইত্যাদি কারণে ছুটিতে থাকেন। ফলে, ওই বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংকট দেখা যায়, পাশাপাশি পাঠদান ব্যাহত হয়। এই লক্ষ্যে দেড় বছর আগে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৫ হাজার ১৯ জনকে নিয়ে একটি 'শিক্ষক পুল' গঠন করে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষক পুলে থাকা শিক্ষকদের স্কুলে নিয়োগের জন্য এ নীতিমালা জারি করা হয়েছে।

নীতিমালায় বলা হয়, পুলভুক্ত শিক্ষকরা ৬ মাসের জন্য সাময়িকভাবে নিযুক্ত হবেন। এ নিযুক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষকরা ভাতা পাবেন মাসে ৬ হাজার টাকা। কোন শিক্ষকের নিযুক্তির মেয়াদ শেষ হলে প্রয়োজনবোধে কর্তৃপক্ষ আগ্রহী হলে নিযুক্ত করতে পারবেন। পুলভুক্ত শিক্ষকরা প্রাথমিক শিক্ষক পুল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবেন। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

পুল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতি এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার একজন শিক্ষানুরাগী/বিদ্যোৎসাহী (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) সদস্য এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসার সদস্য সচিব হবেন।

আর সিটি করপোরেশনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) সভাপতি এবং সংশ্লিষ্ট থানার একজন শিক্ষানুরাগী/বিদ্যোৎসাহী (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ও অতিরিক্ত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সদস্য এবং থানা শিক্ষা কর্মকর্তা সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

নীতিমালা অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা শিক্ষক পুলে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষকদের মধ্য থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী সাময়িক শূন্য পদের বিপরীতে নিযুক্ত করবেন। তবে নিয়মিত শিক্ষকের পদায়ন/প্রত্যাবর্তনের পর সুপারিশ অনুযায়ী সাময়িকভাবে নিযুক্ত শিক্ষককে পুলে প্রত্যাহার বা অন্যত্র নিযুক্ত করা হবে। ১৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিনামা করতে হবে। নিযুক্ত শিক্ষকরা সরকারি ছুটি ছাড়া অন্যকোন ছুটি পাবেন না। তবে কোন কারণে ছুটি প্রয়োজন হলে বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাবে। বিনা অনুমতিতে ৭ দিন অনুপস্থিত থাকলে তার নিযুক্তি বাতিল হবে।

তথ্য অনুযায়ী, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হয় ২০১২ সালের ১৪ আগস্ট। এতে ২৭ হাজার ৭২৩ জনকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করে ১২ হাজার ৭০৪ জনকে ওই বছর সেপ্টেম্বর মাসে সরাসরি নিয়োগ দেয়া হয় এবং ১৫ হাজার ১৯ জনকে শিক্ষক পুলে রাখা হয়।